SPECIMEN MATERIAL
SECOND SET

A-level
BENGALI

Paper 3 Listening Test Transcript

Specimen 2020 Morning Time allowed: 2 hours 30 minutes

FOR INVIGILATOR'S USE ONLY

Question 01 মধ্যপ্রাচ্যে দেশান্তর হওয়া

M1 জীবিকার সন্ধানে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি দেবার জন্য অনেকেই আমার ব্লগে লিখছে। তারা জানতে চাচ্ছে চাকরীর জন্য অন্য দেশে যাওয়ার উপায় কী ? আমার মনে হয়, এসব লোকজনের অনেকেই দেশান্তর হওয়ার ধাপগুলো কী কী না জেনেই লিখছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ীভাবে থাকা ও কাজ করার অনুমতি পাওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি ব্যয়বহুল। বাঙালিদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র টাকাপয়সার ছড়াছড়ি। কাজ করার অনুমতি পেলে কয়েক মাসের মধ্যেই লোকজন তাদের ভাগ্য ফেরাতে সক্ষম হবে। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। এখানে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে লোকজন আমার মতো দেশ ও পরিবার ছেড়ে এসেছে। আমাদের মতো লোকেদের জন্য এসব দেশে বেশি বেতনের কাজের সুযোগ সীমিত। সবাই অনেক পরিশ্রম করে অর্থ রোজগার করছে। নিজ নিজ দেশে পরিবার-পরিজনের কাছে টাকা পাঠাচ্ছে।

তবে মাঝেমাঝে নিজের কাছেই প্রশ্ন করি, পরিবার-পরিজন আর নিজের দেশ ছেড়ে এভাবে দেশান্তর হওয়াটা কি ভালো? দেশে আমার যদি ভালো বেতনের একটা চাকরীর সুযোগ থাকতো তাহলে কখনোই সবকিছু ছেড়ে অন্যদেশে পাড়ি দিতাম না। আমি ঊনত্রিশ বছর বয়সের একজন গ্র্যাজুয়েট। এসব দেশে চাকরী পেতে হলে বয়স তিরিশের অনধিক ও ইংরেজি জানা বিশেষ দরকার। ইংরেজিটা জানা থাকায় এক দফতরে অফিস সহকারীর কাজ পেয়ে গেলাম।

সেখানকার দুই রুমের একটা ভাড়ার বাড়িতে দশজন কষ্ট করে থাকি। পরিবার নিয়ে বাস করার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমাদের নেই। অন্যদিকে কিছুসংখ্যক দক্ষ বাঙালি প্রকৌশলী এবং চিকিৎসকও চাকরী বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে সপরিবারে মধ্যপ্রাচ্যে এসেছেন। বিভিন্ন সরকারী কার্যালয়ে বেশি বেতনের কাজ করছেন। বছরে বছরে কার্যালয়ের খরচে তাঁরা দেশে ঘুরে আসেন। এদের সংখ্যা অবশ্য আমাদের মতো যুবকদের তুলনায় কম। তবে চাকরীর চুক্তি ও মেয়াদ শেষ হলে তাঁদের দেশে চলে যেতে হয়। তখন দেশে ফিরে নতুন করে তাঁদের কাজ খুঁজতে হয়।

Question 02 ডিজিটাল বাংলাদেশ - স্বপ্ন ও বাস্তবায়ন

F1 আমি মনে করি, ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো একটি তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ যেখানে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হবে সুসংহত প্রশাসন, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার হলো এই শ্লোগান ২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা। এর উদ্দেশ্য হলো একটি আধুনিক শান্তিকামী মধ্য আয়ের দেশ গড়া।

M2 যেসব ডিজিটাল সেবা এখন প্রচলিত, সেগুলো হচ্ছে: শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য তালিকাভুক্তি, চাকরীর জন্য সরকারি ও বেসরকারি আবেদনকারীদের তালিকা, বিল পরিশোধ, কেনাকাটা ইত্যাদি। তবে সেবার কাজ সহজ ও ত্বরান্বিত করার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র পুরোপুরি ডিজিটাল করার প্রচেষ্টাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

F1 আমার মনে হয়, একটা সঠিক পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার চেয়েও বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু বেসরকারি সহযোগীদের সঙ্গে কাজ করে তার প্রতিশ্রুতি অর্জনের চেষ্টা করছে। সরকার তথ্য-প্রযুক্তি পার্ক নির্মাণ ও সফ্‌টওয়্যার রপ্তানীর পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছে। এই তথ্য-প্রযুক্তি দেশের অর্থনীতির গতি বাড়ালেও প্রযুক্তি সাফল্যের পথে বড়ো বাধা হচ্ছে অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ। ঢাকায় নেটওয়ার্ক পাওয়া গেলেও ঢাকার বাইরে এটা সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া যেসব লোকজন ইন্টারনেট ব্যবহার করছে তাদের সংখ্যাও কম।

M2 এই বাধাগুলো কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য উপায়গুলো হচ্ছে: প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রসারের জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ। তাছাড়া উন্নতমানের প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল পর্যায়ে চালু করা এবং সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, দেশের সর্বত্র ইন্টারনেট ক্যাফে স্থাপন করে এই প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। তাহলেই বাংলাদেশকে ডিজিটাল উন্নয়নের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে।

F1 আর একটা দিক হলো টেলিমেডিসিনের সুযোগ। এতে রয়েছে চিকিৎসকদের সঙ্গে টেলিফোন বা ভিডিও সংযোগে কথা বলার সুযোগ এবং রোগ সম্পর্কে সার্বক্ষণিক অনলাইন সেবা। ফলে দীর্ঘসময় ডাক্তারখানায় অপেক্ষা করা বা ওষুধের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার মতো দেশের প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

Question 03 আধুনিক বনাম পুরনো মূল্যবোধ

F2 আজকে বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কর্মজীবী মহিলা শিউলী আমাদের মুক্ত কণ্ঠ অনুষ্ঠানে এসেছেন। আচ্ছা শিউলী আপা, প্রথমে আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনার পারিবারিক জীবনের কথা। কিছু বলুন আমাদের।

F1 অন্যান্য অনেক পরিবারের মতো আমার পরিবারও রক্ষণশীল। ডিগ্রি পরীক্ষার কয়েক মাস আগে হঠাৎ করে আমার বিয়ে হয়ে গেলো বাবামায়ের পছন্দের ছেলে সোহেল আহমেদের সঙ্গে। উচ্চশিক্ষিত ও বিত্তবান ছেলে সোহেল। আমি বাবামাকে নিরাশ করতে চাইনি, তাই ভাবলাম বিয়ের পর পড়াশুনাটা শেষ করে ফেলবো। কিন্তু আমার স্বামী মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নেওয়া ও পেশাজীবী হওয়ার ঘোর বিরোধী। তাঁর মতে মেয়েরা শুধু ঘরে থেকে সংসার দেখবে আর সন্তান প্রতিপালন করবে। আজ যখন আমরা নারী প্রগতির কথা বলছি নারী জাতির প্রতি তাঁর সেকেলে মনোভাব আমি মেনে নিতে পারিনি বলে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এক বছরের মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে এলাম। মায়ের কাছে বাচ্চা রেখে লেখাপড়া শেষ করলাম, তারপর চাকরীতে ঢুকলাম। কাজের জায়গায় আমার ওপরওয়ালা রিপন চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হলো। সবাই তাকে সমীহ করে চলতো কারণ মহিলা-পুরুষ সব কর্মচারীদেরকে সে সমান চোখে দেখতো। রিপনের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন ছিলো বেশ আধুনিক তেমনি আমার নিজস্ব রুচিবোধেরও সে মর্যাদা দিতো। অবশেষে আমরা ঘনিষ্ঠ হলাম। একদিন রিপন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। প্রথমে আমি মনস্থির করতে পারিনি।

F2 আচ্ছা, কেন আপনি নতুন জীবনের প্রতি আশাবাদী হলেন?

F1 রিপন আশ্বাস দিলো যে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতায় সে কখনোই হস্তক্ষেপ করবে না এবং সবসময় আমার মতামতের মূল্য দেবে। আমার মেয়েকেও সে নিজের মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করবে । তাই আমি আশার আলো দেখতে পেলাম।

F2 **তা** কেমন কাটছে আপনার নতুন জীবন?

F1 আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সাংসারিক সমস্ত কাজকর্ম আমরা ভাগাভাগি করে নেই। কাজের ক্ষেত্রেও একে অন্যকে সহযোগিতা করি। বাড়িতে বাচ্চার দেখাশুনা করার জন্য নির্ভরযোগ্য আয়া রেখেছি যাতে আমরা আরাম করতে পারি। আমার প্রতি রিপনের উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং আমাদের দুজনেরই আর্থিক সচ্ছলতা ও পারিবারিক সাচ্ছন্দ্য আমাকে দিয়েছে অনেক সুখ।

Question 04 একটি সাম্প্রতিক ধর্মঘট

F1 আজকে আমাদের টেলিভিশনের **সংলাপ** অনুষ্ঠানে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা রফিক। আমি তাঁর কাছ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ধর্মঘটের কথা শুনবো।
আচ্ছা রফিক, আমাকে বলবেন কি কেন আপনারা ধর্মঘট ডেকেছেন?

M1 হ্যাঁ, তারা ছাত্রছাত্রীদের ওপর খরচের বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করছে যেমন, পূর্ববর্তী আশ্বাস প্রদান সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ও থাকা-খাওয়ার খরচ বাড়ানো হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা এসব খরচ বহন করতে অসমর্থ। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের অনেক মূল্যবান শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত করার পরিকল্পনাও রয়েছে যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা সবসময়ই উপকার পেয়ে আসছে। ছাত্রছাত্রীরা এতে খুবই অসন্তুষ্ট।

F1 আচ্ছা, কীভাবে আপনারা এই ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিয়েছেন?

M1 গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সন্মেলনে প্রকাশ্যে আমরা এই ধর্মঘটের ঘোষণা দেই। মিডিয়ার বিভিন্ন বিভাগসহ বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর সমর্থন আমরা পেয়েছি। ধর্মঘটের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো অনুষদ ভবনের প্রধান ফটকে আমরা তালা ঝুলিয়ে দেই। কোনো ক্লাশ বা ঐদিনের নির্ধারিত পরীক্ষাগুলোও হয়নি। আমরা আমাদের দাবী তাদের শোনাতে চেয়েছি।

F1 আপনাদের এর পরের কর্মসূচী কী কী হবে?

M1 আমরা উপলব্ধি করি যে আমাদের কর্মসূচীর এটাই শেষ নয়, তবে শিক্ষার্থীদের এবং তাদের গবেষণার ওপর আরও পদক্ষেপের প্রভাব সম্পর্কেও আমরা সচেতন। দাবী মানা না হলে প্রথম পদক্ষেপ হবে আমাদের একটি দলীয় সভা ডেকে সদস্যদের মতামত নেওয়া। সফল না হলে আরেকটি দিন আমাদের ধর্মঘট ডাকতে হতে পারে, তবে আমরা এও বুঝতে পারি যে সেটি আমাদের সব সদস্যদের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। আরেকটি পদক্ষেপ হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে আমাদের বক্তব্য পেশ করে এবং এখানে ঢাকার শিক্ষার্থীদের ওপর প্রস্তাবিত পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব কী হতে পারে সে সম্পর্কে জানিয়ে একটি সমাধান বের করার প্রত্যাশায় লিখিত এক বিশদ বিবৃতি পাঠানো।

F1 আচ্ছা, এতোক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

Question 06 উৎসব ও ঐতিহ্য

F1 আমার কাছে, পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশে আমার প্রিয় উৎসব হলো নবান্ন উৎসব। আমি গ্রামীণ পরিবেশে বড়ো হয়েছি যেখানে ফসল এবং কৃষিজাত পণ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো বলে উৎসবটি আমার প্রিয়। আমোদপ্রমোদের আগাগোড়া দেখতে পারা, এবং অনেক পর্ব ও মুখরোচক খাবারের ভিডিও তোলা এসব অনুষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রাখার এক দারুণ উপায়। আমার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীরা হাতে বানানো পিঠা ও পায়েস দিয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করে এবং সবাই সেগুলো উপভোগ করে। চারিদিক তখন আনন্দঘন পরিবেশে মুখর হয়ে ওঠে। আমার দাদির বয়স অনেক, কাজেই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন না। উৎসবের ভিডিও তুলে তাই তাঁর বাড়িতে সবকিছু দেখাতে নিয়ে গেলে যে কি আনন্দ হয় তাঁর ! যারা শহরে বাস করে তাদের জন্য ছবি ভাগাভাগি করা এবং সামাজিক মিডিয়ায় লেখালেখি হচ্ছে এসব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা ও বোধজ্ঞানের পরিধি বাড়ানো। ইন্টারনেট যদি না থাকতো তাহলে আমরা কি আর কোনো উপায়ে জীবিকার তাগিদে শহরে চলে যেতে বাধ্য জনসমুদ্রকে এই জ্ঞান দিতে পারতাম? কতোজন শহরের বাসিন্দা ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসব সম্বন্ধে ইন্টারনেটে খোঁজ করে এবং তারপর অপেক্ষাকৃত গ্রামীণ এলাকায় গিয়ে অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত নেয় তা দেখা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী এবং প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া আমাদের ঐতিহ্য আর কতোদিন টিকে থাকবে?

M2 আমার প্রিয় উৎসব হলো বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও পহেলা বৈশাখ পালিত হয় এবং আমার পরিবারের লোকজন তাদের অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে সামাজিক মিডিয়াতে ভাগাভাগি করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সকালের নাশ্‌তায় ইলিশ মাছ আর পান্তাভাত খাওয়ার প্রথার মাধ্যমে দিনটির শুরু হয় এবং এসব মুখরোচক খাবারের ছবি ইন্টারনেটের সর্বত্র দেখা যায়। ঢাকার মতো বড়ো বড়ো শহরের লোকজন রঙবেরঙের পোশাক পরে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানায় এবং সেগুলোর ভিডিও ইউটিউবে ঢুকিয়ে পৃথিবীর সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে পারে। সশরীরে উপস্থিত না থেকেও সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করার কি এক দারুণ উপায়! বাঙালি সমাজের বিভিন্ন জায়গায় বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং সামাজিক মিডিয়াতে বিভিন্ন পর্বের প্রচারণায় পর্যটকরা আকৃষ্ট হয়ে এসব দেখতে আসে এবং আনন্দ-উল্লাসে যোগ দেয়। মেলায় লোকজন পিঠা উৎসব, যাত্রা, নাগর-দোলা ও পুতুল-নাচ উপভোগ করে। প্রাচীনকালে এই দিনটি হালখাতা উৎসব নামে সব ব্যবসায়ীদের কাছে পরিচিত ছিলো। ঐদিন তারা হালখাতা খুলতো আর সবাইকে মিষ্টিমুখ করাতো। সশরীরে অথবা অনলাইনে সবার সঙ্গে মিলেমিশে এই উৎসবটি পালন করার মধ্যেই আমি পাই অপার আনন্দ ও সুখ।

END OF TEST

Copyright © 2017 AQA and its licensors. All rights reserved.